দৈনিক মিল্লাত

তাং ...30 JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬

14

পুরুষ ৫ কোটি ৫৫ লাখ মহিলা ৫ কোটি ২৪ লাখ

দেশের জনসংখ্যা ১০ কোটি ৮০ লাখ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো আদমশুমারী '৯১'র প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। গতকাল সোমবার জাতীয় অর্থনীতি পরিষদ মিলনায়তনে এক সেমিনারের মাধ্যমে এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এটা বাংলাদেশের তৃতীয় আদমশুমারী। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম হয় '৭৪ সালে। দ্বিতীয় আদমশুমারী হয় '৮১ সালে। প্রতি দশ বছর অন্তর এই আদমশুমারীহয়।

আদমশুমারী '৯১ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ১০ কোটি ৭৯ লাখ ৯২ হাজার ৯শ' ৪০ জন। এরমধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৫ কোটি ৪৫ লাখ ৭৯ হাজার ৩শ' এবং মহিলার সংখ্যা হচ্ছে ৫ কোটি ২৪ লাখ ১৩ হাজার ৯শ' ৩৭ জন। অর্থাৎ মহিলার থেকে পুরুষের সংখ্যা ৩৩ লাখ ৬৬ হাজার জন বেশী। আর ১০৬১ অর্থাৎ বাংলাদেশের ১০৬ জনের কিছু অধিক পুরুষের অনুপাতে ১শ' জন মহিলা আছে। ১৯৮১ সালের আদমশুমারীর গণনাকৃত জনসংখ্যা ৮ কোটি ৭১ লাখের তুলনায় '৯১-এর আদমশুমারীতে প্রাথমিক সমন্বয়কৃত জনসংখ্যার বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে শতকরা ২১৭ ভাগ। আর '৮১'র সমন্বয়কৃত জনসংখ্যার ৮ কোটি ৯৯ লাখের তুলনায় '৯১-এর জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার শতকরা ১·৮৬ ভাগ। এদের মধ্যে বার্ষিক সরল বৃদ্ধির হার

(৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন)

দেশের জনসংখ্যা ১০ কোটি

শতকরা ২·০১ ভাগ।

আদমশুমারী '৯১ অনুযায়ী প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে ৭শ' ৮২ জন। সব বয়সের মিলে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৪·৮২ ভাগ।

বর্তমান আদমশুমারী অনুযায়ী দেশে ঠিকানাবিহীন ও ভ্রাম্যমাণ লোকসংখ্যা ৫ লাখ ২৫ হাজার ২৫০ জন, যা মোট জনসংখ্যার ০·৪৯ শতাংশ। আর মোট খানার (Household) সংখ্যা ১ কোটি ৯৭ লাখ। খানার গড় সদস্য সংখ্যা ৫·৩১ জন। '৮১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৫·৭৮ জন।

শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা

এই প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের ৯৪টি পৌরসভায় অর্থাৎ পৌর এলাকায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৭৫ ভাগ বসবাস করে। আদমশুমারী '৮১-তে সমপরিমাণ এলাকাতে ৯·২৩ শতাংশ লোক বসবাস করতো। অবশ্য আদমশুমারী '৮১'র পর ১৫টি নতুন পৌরসভার সৃষ্টি হয়েছে। '৯১-এর সমপরিমাণ পৌর এলাকার পরিসংখ্যান '৮১-এর জন্য প্রাক্কলন করা হয়েছে। '৮১-এর ন্যায় এবারও পল্লী এলাকার তুলনায় শহর এলাকার সেক্স রেসিও, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং শিক্ষিতের হারবেশী।

দেশের ৪টি প্রধান শহরের জনসংখ্যা

বর্তমান আদমশুমারী অনুযায়ী রাজধানী ঢাকার লোকসংখ্যা '৮১'র বাউন্ডারী অনুযায়ী ৬১ লাখ ৫ হাজার ১শ' ৬০। চট্টগ্রামের লোকসংখ্যা ২০ লাখ ৪০ হাজার ৬শ' ৬৩ জন। খুলনায় ৮ লাখ ৭৭ হাজার ৩শ' ৮৮ জন ও রাজশাহীতে ৫ লাখ ১৭ হাজার ১শ' ৩৬ জন লোক বসবাসকরে।

নোয়াখালীতে পুরুষের চাইতে মহিলা বেশী

বর্তমান আদমশুমারী অনুযায়ী নোয়াখালী জেলায় পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা বেশী। নোয়াখালীতে পুরুষের সংখ্যা হচ্ছে ১০ লাখ ৯৮ হাজার ৯শ' ৬০ জন। পক্ষান্তরে মহিলাদের সংখ্যা হচ্ছে ১১ লাখ ১৭ হাজার ৪শ' ৯২ জন।

সবচেয়ে ঘনবসতি ঢাকা জেলা

বাংলাদেশে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জেলা হচ্ছে ঢাকা জেলা। এই জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে ৪ হাজার ২শ' ২ জন। এরপরে নারায়ণগঞ্জের জনসংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে ২ হাজার ২শ' ৪৮ জন। অন্যান্য ঘনবসতিপূর্ণ জেলাগুলো হচ্ছে নরসিংদী ২০২৩, কুমিল্লা ১৩১৩, লক্ষীপুর ১২৯৫, চট্টগ্রাম ১২৯১, মুন্সিগঞ্জ ১২৬৯, চাঁদপুর ১২৪৯, ফেনী ১১৭৮, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১১৫৩ জন।

জনসংখ্যার সবচেয়ে কম ঘনত্ব বান্দরবন

জনসংখ্যার সবচেয়ে কম ঘনত্ব হচ্ছে বান্দরবন জেলায়। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে ৫ জন। এর পরের স্থান হচ্ছে রাঙ্গামাটি ৬৫ জন।

১৯০১ থেকে ১৯৯১

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ১৯০১ আদমশুমারীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮৯ লাখ ২৮ হাজার। ১৯১১ সালে ৩ কোটি ১৫ লাখ ৫৫ হাজার, ১৯২১ সালে ৩ কোটি ৩২ লাখ ৫৫ হাজার, ১৯৩১ সালে ৩ কোটি ৫৬ লাখ ২ হাজার, ১৯৪১ সালে ৪ কোটি ১৯ লাখ ৯৭ হাজার, ১৯৫১ সালে ৪ কোটি ১৯ লাখ ৩২ হাজার, ১৯৬১ সালে ৫ কোটি ৮ লাখ ৪১ হাজার, ১৯৭৪ সালে ৭ কোটি ১৪ লাখ ৭৯ হাজার, ১৯৮১ সালে ৮ কোটি ৯৯ লাখ ও ১৯৯১ সালে ১০ কোটি ৭৯ লাখ ৯২ হাজার ৯শ' ৪০ জন। এই পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১৯ লাখ ৩২ হাজার। এরপর থেকেই জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।